প্রথম আলো

তারিখ ... 6 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৯ ... কলাম ১

সাড়ে তিন লাখ ভগ্নহৃদয়ের জন্য

এ স এ স সি র ফ ল

মুনির হাসান

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আমার মন খারাপ হয় যারা এ চৌকাঠ পেরোতে পারে না তাদের জন্য। ৪ মে প্রকাশিত এবারের এসএসসি পরীক্ষায় এ সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, সাড়ে তিন লাখ! প্রতি পাঁচজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন এই বেড়া পার হতে পারেনি। কেন পারেনি তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রতি পাঁচজনে একজন অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি মোটেই বিস্মিত হননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, নতুন পদ্ধতিতে সঠিকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করায় ফলাফলে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। ('পাসের হার কমায় বিস্মিত নন শিক্ষামন্ত্রী', প্রথম আলো অনলাইন, ৪ মে ২০১৭)। ৫ 'মে *ডেইলি স্টার* পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত তাঁর উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

'The results might surprise you as it may seem that a huge number of students have failed and that students are not studying properly. But, things are not like that.'

তিনি বলেছেন, সরকার উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি প্রমিত পদ্ধতি চালু করেছে। সেটির প্রয়োগে এ ফল বিপর্যয় ঘটেছে। তাঁর এই বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী জানতই না কীভাবে তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। কিংবা বলা যায়, উত্তরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি আর ক্লাসে পড়ানোর পদ্ধতি সাংঘর্ষিক। কারণ, শিক্ষামন্ত্রীই বলছেন, শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করছে না, এ কথাটা সত্য নয়। নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির কারণেই তারা অকৃতকার্য হয়েছে।

স্কুল পর্যায়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল গলদটাই শিক্ষামন্ত্রীর এই এক বাক্যের মন্তব্যে ফুটে উঠেছে : সমন্বয়হীনতা, সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব এবং ইচ্ছামতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপচেষ্টা।

২০০৯ সালে ঘটা করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু সেই নীতি মাঠে থাকা সত্ত্বেও কে বা কারা পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চাপিয়ে দেয়। ২০১০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণিতেও জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে আরও একটি পাবলিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে ১২ বছরের শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীদের চার-চারটি পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা হয়ে পড়েছে পরীক্ষামুখী, জিপিএ-৫ অন্বেষী। লাভের লাভ এটাই হয়েছে যে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাঁদের সমস্ত শ্রম দেন পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার্থীদের পেছনে। স্কুলে যেটুকু কুলাতে পারছেন না, সেটার জন্য গ্রামগঞ্জে কোচিং সেন্টার খুলে দিয়ে তাদের জিপিএ-৫-এর পেছনে ছুটতে উৎসাহিত করছেন।

ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিখনফল (যা শেখার কথা) যাচাইয়ের জরিপে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় শ্রেণির চেয়ে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গড় স্কোর বেশি। এতে বোঝা যায়, জোরটা কোথায় বেশি। কিন্তু তার ফলেও পঞ্চম শ্রেণির মাত্র ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা (Arithmetic skill) অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। (National Student Assessment 2013 for Grades 3 and 5, Directorate of Primary Education)। গণিতের কথা টেনে আনার একটাই কারণ, এসএসসির ফল বিপর্যয়ের জন্য ইংরেজি ও গণিতে অকৃতকার্য হওয়াই কারণ। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষরতা (লিটারেসি) ও সাংখ্যিক দক্ষতা (নিউমারেসি) পরিমাপের এই জরিপ ২০১১ সাল থেকে করা হলেও ২০১৫ সালের রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করেনি মনে হচ্ছে। কারণ, ইন্টারনেটে খুঁজে সেটা পাওয়া গেল না। একই জরিপের ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ৩৪ শতাংশ শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণির দক্ষতাই অর্জন করতে পারে না। এসব জরিপের ফলাফলের সঙ্গে সেসব বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শতভাগ না হলেও তার কাছাকাছিই থাকে।

গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক উৎকর্ষ এবং শ্রেণিকক্ষে গণিত শিক্ষাদান বিষয়ে আমার সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে গত ১৭ বছরে। আমরা লক্ষ করেছি, আমাদের গণিত শিক্ষা একটি কাঠামোর মধ্যে পড়েছে; সেটাকে বলা যায় সিলেবাস শেষ করার চক্র। প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতি চার মাসে, পরবর্তী চার মাসে এবং শেষ চার মাসে ক্লাসে বইয়ের কী কী (আসলে কোন কোন পৃষ্ঠা) পড়াতে ও করাতে হবে, তার একটা তালিকা স্কুলগুলোতে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই প্রান্তিকে যথাক্রমে প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া। শিক্ষকও জানেন তাঁকে ওই সিলেবাস শেষ করতে হবে। ফলে তিনি কোনো একটি ধারণার গভীরে যাওয়ার পরিবর্তে বইয়ে দেওয়া সে-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু কে না জানে, বিশেষ করে শিশুদের গণিতের মতো একটি বিমূর্ত ধারণার গভীরে পৌঁছে দেওয়া কতগুলো অনুশীলনীর অঙ্ক করে দেওয়ার মধ্যে সম্ভব হয় না। এ জন্য দরকার মৌলিক ধারণার গভীরে পৌঁছার পর্যাপ্ত সময় ও সহযোগিতা দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে ভগ্নাংশ (Fraction) ধারণার কথা বলা যায়। কোনো একটি কাঠি বা কাগজকে ভেঙে বা ছিঁড়ে যত টুকরাই করা হোক না কেন, সবগুলোকে আবার একত্র করলে ওই একটি কাঠি বা কাগজই পাওয়া যাবে। এই ধারণা আমি এক বাক্যে লিখলেও একটি আট বছরের বালক-বালিকার মনের গভীরে এত সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য একাধিক দিন, একাধিক উদাহরণ এবং প্রচুর মনোযোগের দরকার। যখন একজন শিক্ষার্থী ভগ্নাংশের মৌলিক ব্যাপারটা ধরতে পারে, তখন তার জন্য সে-সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা কঠিন হয় না। সংখ্যার ক্ষেত্রে আরও একটি মৌলিক ধারণা হলো সংখ্যাপাতন। নয়-এর পর এক-শূন্য দিয়ে দশ লেখা হয়, সে ব্যাপারটি এখনো আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বড় অংশ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। অথচ তার বাড়ির কাজের খাতায় দেখবেন সে ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত সুন্দর করে অঙ্কে ও কথায় লিখে রেখেছে। কারণ কিন্তু একই। মৌলিক ধারণাগুলোর পেছনে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া। আর তার কারণ হলো শিক্ষার্থীদের তথাকথিত ও অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।

> বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে ১২ বছরের শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীদের চার-চারটি পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা হয়ে পড়েছে পরীক্ষামুখী, জিপিএ-৫ অন্বেষী

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিনে যেন মন খারাপ না হয়, তার জন্য দরকার শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে নজর দেওয়া। সে জন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞের দরকার নেই। আমাদের শিক্ষা-গবেষকেরাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তাঁদের কথা শুনলেই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব পরীক্ষার্থীকে অভিনন্দন এবং অনুত্তীর্ণদের আগামীবারের জন্য শুভকামনা।

● মুনির হাসান : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।
www.munirhasan.com